সংবাদ

তারিখ 13 SEP 2011
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সুশিক্ষার বিকল্প নেই

শরীফুল্লাহ মুক্তি

আমরা অনেক সময় 'মানুষের মতো মানুষ' কথাটি ব্যবহার করি। একটা সময় ছিল, মুরব্বিরা কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতেন 'অমুকের সন্তানেরা মানুষ হয়েছে কি না?'– মানে, 'সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে কি না?' কে না চায় তার সন্তানেরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক? কিন্তু বর্তমান সময়ে এই সুশিক্ষা নিয়ে আমাদের আবার নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। এক সময় মানুষের প্রতি মানুষের স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শন, অন্যের সুখে-দুঃখে নিজেকে সম্পৃক্ত করা ছিল সামাজিক রীতি-নীতির অংশ। কিন্তু বর্তমান যুগে এসব প্রায় উঠেই গেছে। সবাই যেন একটি অশুভ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছি। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু একটাই– কার সন্তান কত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কত উচ্চমাত্রার অর্থ উপার্জন করতে পারবে। ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধের কোন ভেদাভেদ নেই। কুশিক্ষা ও অপসংস্কৃতির উত্থানে অনৈতিকতাই যেন আজ সমাজের প্রচলিত নিয়মে পরিণত হয়েছে।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে, সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ছে, শিক্ষার ব্যয় বাড়ছে, শিক্ষার উপকরণ বাড়ছে, শিক্ষার উপর গবেষণা বাড়ছে, শিক্ষা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, পাশাপাশি শিক্ষার হারও বাড়ছে। একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঘুষ, দুর্নীতি, মাদক, জুয়া, ধর্ষণ, হত্যা, সন্তানের হাতে মা-বাবা বা মা-বাবার হাতে সন্তান খুনের মতো জঘন্যতম সামাজিক অপরাধ। জঙ্গিপনা, অফিস-আদালতে ঘুষ ছাড়া ফাইল না নড়া, রাষ্ট্রের উন্নয়নের সিংহভাগ অর্থ দুর্নীতিবাজদের পকেটে ঢোকা, ব্যাংক থেকে রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অস্ত্রের ঝনঝনানি, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন– এ সব বড় বড় অপরাধ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আবার এসব কাজ শুধু অশিক্ষিত-মূর্খজনেরাই করছে তা কিন্তু নয়। বরং উচ্চশিক্ষিত লোকদের দ্বারাই এসব অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে বেশিরভাগ।

জাতির উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের পূর্বশর্ত। শিক্ষা ছাড়া আলোকিত মানুষ সৃষ্টি কোনভাবেই সম্ভব নয়। অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত সমাজকে আলোর মুখ দেখাতে পারে একমাত্র শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর প্রাথমিক শিক্ষা হলো সকল শিক্ষার ভিত্তি। রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা, উপবৃত্তি, বিনা পয়সায় বিস্কুট কিংবা মিড-ডে মিল/দুপুরের খাবার ইত্যাদির কথা না ভেবে বেশিরভাগ মানুষ এখন নিজের তাগিদেই সন্তানকে শিক্ষা দানের জন্য অর্থ ব্যয় করতে কোনো রকম কৃপণতা বোধ করছেন না। বরং প্রতিটি বাবা-মা এখন তাদের সন্তানকে নামিদামি ও ভালো স্কুলে পড়াতে চান। পড়াশোনার খরচ চালাতে সক্ষম এমন কোনো বাবা-মাকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না– যারা তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন না। এমনকি ভিখারি-দিনমজুর পর্যন্ত তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন। এখন প্রতিটি মানুষ তথা পরিবারেই শিক্ষার তাড়না জাগ্রত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে আমরা সংখ্যাগত দিক দিয়ে প্রায় শতভাগের কাছাকাছি। রাষ্ট্রও এখন বাজেটে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করছে। এমনকি শিক্ষার পেছনে ব্যয়কে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে মূল্যায়ন করছে।

ছোট সময় আমরা শুনেছি– উন্নয়নের কথা, এখন শুনি– টেকসই উন্নয়নের কথা। এক সময় আমরা পড়তাম- পানির অপর নাম জীবন। এখন বলা হয়- নিরাপদ পানির অপর নাম জীবন। আগে পালন করা হতো স্বাক্ষরতা দিবস, এখন পালন করা হয় সাক্ষরতা দিবস। তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রেও স্লোগান পরিবর্তন করা দরকার। যুগ যুগ ধরে আমরা পড়ে আসছি যে, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। কিন্তু সে শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই এখন আমাদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। যে শিক্ষা সৎ, আদর্শবান ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না– সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। তাই বর্তমান যুগে অনেকেই মনে করেন– বর্তমানে স্লোগান হওয়া উচিত 'সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'।

বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট আমাদেরকে সুশিক্ষার বিষয়টি নিয়ে আবারও ভাবতে বাধ্য করছে। 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'– কথাটি বলেছেন প্রমথ চৌধুরী। বস্তুত এই সুশিক্ষা শব্দটির মধ্যেই সব প্রশ্ন ও প্রশ্নের উত্তর নিহীত রয়েছে। আমরা নৈতিক শিক্ষার কথাই বলি বা মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষার কথাই বলি সবকিছুর একটা সহজ মেলবন্ধন হলো সুশিক্ষা। শুধু শিক্ষা নয়, চাই সুশিক্ষা– যে শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীর নৈতিক মানদণ্ডকে উন্নত করার পাশাপাশি তার ভেতরকার মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখবে। সুবিশাল মহীরুহ যেমন ক্ষুদ্র একটি বীজের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং সেই বীজ উর্বর মাটিতে রোপিত হলে এবং অনুকূল পরিবেশ ও পরিচর্যা পেলে ক্রমে ক্রমে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়, সেভাবে মানবশিশুও জন্মগ্রহণ করে অপার সম্ভাবনা নিয়ে– 'হওয়া'র প্রক্রিয়াধীন হয়ে। শিক্ষার্থীকে যদি একটি 'বৃক্ষ' হিসেবে ধরে নেয়া যায়, তবে তার সুন্দর ও সঠিকভাবে বেড়ে ওঠা নির্ভর করে যথাযথ পরিচর্যার ওপর। পরিচর্যা যেমন হবে, তার বেড়ে ওঠাও তেমনি হবে। তেমনি শিক্ষার্থীদের সুন্দর ও সঠিকভাবে বিকশিত হওয়ার বিষয়টি তাদের যথাযথভাবে দেখাশোনা এবং পরিচর্যার ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষা অর্জনের বিষয়টি শুধু একা শিক্ষার্থীর ওপর নির্ভরশীল নয়। সুশিক্ষা– শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা সকলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এ বিষয়ে এ পি জে আবদুল কালামের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। উক্তি হলো– 'একটি দেশকে যদি দুর্নীতিমুক্ত করতে হয় ও দেশের সব মানুষকে যদি সুন্দর মনের করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে আমি মনে করি সমাজের তিন ধরনের মানুষ কাজটি করতে পারেন। তারা হলেন– একজন বাবা, একজন মা এবং একজন শিক্ষক।'

শিক্ষা হলো কোন কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তা কাজে লাগানোর ক্ষমতা অর্জন। বর্তমানে আমরা শিক্ষায় সন্তুষ্ট নই– চাই সুশিক্ষা। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সুশিক্ষা একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। সুশিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে এবং বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। সুশিক্ষা ব্যক্তি, সমাজ, সর্বোপরি জাতি গঠনে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। সুশিক্ষা হলো সেই জনকল্যাণমূলক শিক্ষা– যে শিক্ষায় মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে মানবিক উন্নয়ন সাধন, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রয়োগযোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জন করে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষিত হয় এবং দেশ পরিচালনায় কিংবা দেশের স্বার্থে তথা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। যে শিক্ষার মাধমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ, মানবতাবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত হবে তথা শিক্ষার্থীরা সত্যিকারের মানুষের মতো মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে তাই সুশিক্ষা তথা প্রকৃত শিক্ষা। এর মাধ্যমেই মানব-জীবনের সামগ্রিক উৎকর্ষ অর্জন এবং প্রকৃত জীবনকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এ শিক্ষা মানুষকে আশাবাদী, আত্মপ্রত্যয়ী, উন্নত, আলোকিত ও বিকশিত করে। এর মাধ্যমেই শিশুদের মধ্যে অফুরন্ত সম্ভাবনার আশানুরূপ ও যথার্থ বিকাশ ঘটানো সম্ভব। তাছাড়া সুশিক্ষার লক্ষ্য হলো সৃষ্টিশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন। আধুনিক ধারণা মতে, সময় ও অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাই হল সুশিক্ষা। তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে দেশের কতভাগ জনগণ। যেখানে সবাই শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত এবং সুবিধাবঞ্চিত অর্ধেক জনগণ অক্ষরজ্ঞান ছাড়াই নিজেকে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চায়, সেখানে সুশিক্ষার সমাদর কতটুকু তা বুঝতে আর গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না।

সুশিক্ষা অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মানুষ পবিত্র স্থান হিসেবে দেখতে চায়। পিতা-মাতা অনেক আশা নিয়ে সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করান। প্রতিটি বাবা-মাই চান, তাদের সন্তান সুশিক্ষায় শিক্ষিত হোক, প্রকৃত অর্থে মানুষ হোক। শিক্ষকের উপর তাদের আস্থা না থাকলে নিশ্চয়ই অভিভাবকেরা সন্তানদের শিক্ষকের হাতে তুলে দিতেন না। শিক্ষক হলো শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের সুনিপুণ কারিগর। কিন্তু একজন শিক্ষক মনেপ্রাণে শিক্ষক হবেন– যিনি তার পেশাকে ভালোবাসেন, তিনি হবেন সৎ, নিষ্ঠাবান, ন্যায় পরায়ণ, সংবেদনশীল ও মানবিক। একজন শিক্ষককে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে যে, শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন করে গড়ে তোলার পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে সংগঠিত আনন্দঘন পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্ত পাঠদানই প্রকৃত অর্থে একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠন করতে পারে। ছেলেমেয়েরাও বাবা-মা'র পর শিক্ষকদেরই তাদের জীবনপথের কাণ্ডারি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সবাইকে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই ইপ্সিত পরিবেশ গড়ে ওঠে। কিন্তু স্কুল ও কলেজের এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষক নৈতিকতা ও আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে লাগামহীন প্রাইভেট ও কোচিং-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। কোমলমতি শিশুদের পরীক্ষায় নম্বর কম দিয়ে, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করে, বিভিন্ন কলা-কৌশলে এই শ্রেণীর শিক্ষকরা তাদের কাছে শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট বা কোচিং করতে বাধ্য করছেন। এমনকি এ থেকে বাদ যাচ্ছে যে না, প্রাথমিক স্তরের কোমলমতি শিশুরাও। এদের কাছে জিম্মি হয়ে আছে ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকেরাও। তাই শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে প্রথমে শিক্ষকদের এসব গুণাবলি ধারণ ও লালন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের নৈতিক, মানবিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটাতে হলে সকল স্তরের শিক্ষাক্রমে নৈতিক, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্য এখনকার সমাজব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়, যার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে শিক্ষাব্যবস্থায় নানা রকম বিন্যাসে। রয়েছে অসম শিক্ষানীতি। এদেশে ভিত্তি শিক্ষায় একসঙ্গে আছে কওমি মাদ্রাসা, আলিয়া মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম আবার সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা। এই চার রকমের শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্নগুলো বারো রকমের হওয়া স্বাভাবিক।

যুদ্ধ ব্যতীত কোনো জাতি তথা দেশকে ধ্বংস করার অন্যতম কৌশল হলো সে জাতির শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করা। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকদের সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যাতে কোন ফাঁকফোকর না থাকে। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা জাতীয়ভাবে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সন্তানদের অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। সমাজে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের বুঝতে হবে যে, এই ধরনের নামসর্বস্ব বিদ্যা দিয়ে, ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হওয়া যায় না।

জীবনকে দক্ষ গতিশীল, আকর্ষণীয়, গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণকামী করতে সুশিক্ষার কোন বিকল্প নেই। একটি জাতির অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গৌরব, আশা-আকাঙ্ক্ষা, রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতে এবং জাতি গঠনে সামগ্রিক স্বার্থে নিয়োজিত হতে সুশিক্ষা তথা প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। সার্বিক অর্থে একটি সুন্দর জীবন প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম হতে পারে সুশিক্ষা। যেহেতু শিশুর শিক্ষা শুরু হয় পরিবার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে, তাই শিশুর সুশিক্ষা নিশ্চিতে পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবাইকে সমভাবে ভূমিকা রাখতে হবে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করে তার মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে হবে। সেই সঙ্গে আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে আজকের শিশুদের প্রকৃত মানবসম্পদে পরিণত করার ব্রত নিতে হবে আমাদের সবাইকে।

ahmsharifullah@yahoo.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..........
তারিখ..........
[illegible] পরিসংখ্যান বিভাগ
[illegible] ডি.এল পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
[illegible] ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর